১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুন স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশনে তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা নিজেদের সভাকে 'জাতীয় সভা' বলে ঘোষণা করেন। ২০শে জুন 'টেনিস কোর্টের শপথ'-এর মাধ্যমে এই সভা ফ্রান্সের

সংবিধান রচনা

জন্য একটি সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২৭শে জুন থেকে তিনটি শ্রেণির যৌথ অধিবেশন বসে এবং ৯ই জুলাই থেকে জাতীয় সভা 'সংবিধান সভা'-য় রূপান্তরিত হয়। এই সংবিধান সভার কাজ হয় ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান তৈরি করা। **মুনিয়ের, বারনেভ, লাফায়েৎ, মিরাবো, ট্যালির‍্যান্ড** প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই সংবিধান রচনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৭৮৯ থেকে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ—দু'বছরের চেষ্টায় সংবিধান সভা ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান রচনা করে। এই সংবিধান ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের *সংবিধান* নামে পরিচিত। এটি ছিল ফ্রান্সের প্রথম লিখিত সংবিধান। এই সংবিধানের মাধ্যমে ফ্রান্সে প্রচলিত মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

মূল সংবিধান রচনার আগে সংবিধান সভা দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এ সময় গ্রামাঞ্চলে প্রবল কৃষক বিদ্রোহ চলছিল। এই অবস্থায় ১৭৮৯-এর ৪ঠা আগস্ট সংবিধান সভা এক ঘোষণা মারফৎ ফ্রান্সে সামন্ত

সামন্ত প্রথার বিলুপ্তি

প্রথা ও তার সমস্ত উপস্বত্ব বিলোপ করে। এই ঘোষণায় (১) সামন্ত প্রথা, (২) ভূমিদাস প্রথা, (৩) সামন্তকর, (৪) 'করভি' বা বেগার খাটা, (৫) 'টাইথ' বা ধর্মকর এবং (৬) সামন্তশ্রেণির সমস্ত বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা লোপ করা হয়। এই ঘোষণা মারফৎ সামন্ত প্রথা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত না হলেও, তার অনেকটাই বিলুপ্ত হয়।

সংবিধান সভার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ হল ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট 'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারপত্র ঘোষণা' ('Declaration of the Rights of Man and Citizen')। ইংল্যান্ডের 'বিল অব রাইটস্'

'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারপত্র'

('Bill of Rights, 1689'), আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (১৭৭৬ খ্রিঃ) এবং সাধারণভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিক মতবাদের অনুকরণে রচিত এই ঘোষণাপত্রটিকে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানের মুখবন্ধ বলা যায়। এতে বলা হয় যে, (১) স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, (২) আইনের চোখে সবাই সমান, (৩) বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের অধিকার প্রভৃতি হল মানুষের সার্বজনীন অধিকার এবং (৪) জনগণই হল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই ঘোষণাপত্র ফ্রান্স ও ইউরোপের সর্বত্র আশার সঞ্চার করে। ঐতিহাসিক ***ওলার*** বলেন যে, এই ঘোষণাপত্রটি ছিল "পুরাতনতন্ত্রের মৃত্যু-পরোয়ানা" ("The Declaration was a death certificate of the Old Regime.")। ঐতিহাসিক ***লেফেভর*** বলেন, "এই ঘোষণাপত্র ইউরোপের সর্বত্র নবযুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করে।"

সংবিধান সভার কার্যাবলীকে চারভাগে ভাগ করা যায়—(ক) শাসনতান্ত্রিক, (খ) অর্থনৈতিক, (গ) বিচার বিভাগীয় এবং (ঘ) গির্জার পুনর্গঠন।

(ক) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ঃ মন্তেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন নীতি অনুসারে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়। ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে

রাজা ঃ ক্ষমতা ও মর্যাদা

রাজার সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্বীকৃত হলেও তাঁর ক্ষমতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়। তাঁর দৈব অধিকারের দাবি নাকচ করা হয়। পূর্বে তাঁর উপাধি ছিল 'ফরাসি দেশের রাজা'। নতুন সংবিধান অনুসারে তাঁর উপাধি হয় 'ফরাসি জাতির রাজা'। তিনি আইন রচনা, আইনসভার উপর নিয়ন্ত্রণ, রাজ্যের কর্মচারী ও বিচারকদের নিয়োগ এবং ইচ্ছামতো রাজকোষ ব্যবহারের অধিকার হারান। তাঁর সমস্ত ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাজপরিবারের ব্যয়নির্বাহের জন্য একটি তালিকা (Civil List) প্রস্তুত করা হয়। স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হলেও, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে

তাঁর ক্ষমতা খর্ব করা হয়। আইনসভার অনুমতি ব্যতীত তিনি যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন করতে পারবেন না বলে উল্লেখ করা হয়।

(৭৪৫ জন সদস্য নিয়ে এককক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভার হাতে আইন প্রণয়ন, বিদেশনীতি নির্ধারণ, অর্থ-বরাদ্দকরণ প্রভৃতির দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। আইনসভা ছিল প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এর সদস্যরা

আইনসভা

দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। তাঁরা পুনর্নির্বাচিত হতে পারতেন না। সম্পত্তির ভিত্তিতে জনগণকে 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়'—এই দু'ভাগে বিভক্ত করে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী কেবল 'সক্রিয়' নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়।) রাজা কখনোই আইনসভা ভেঙে দিতে বা আইনসভা প্রণীত কোনো আইন বাতিল করতে পারতেন না—'ভেটো' প্রয়োগ করে বিশেষ সময়ের জন্য তিনি কোনো আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখতে পারতেন মাত্র।

(শাসনকাজের সুবিধার জন্য ফ্রান্সের পুরোনো কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীভূত করা হয়। পুরোনো প্রদেশসমূহ বাতিল করে সমগ্র ফ্রান্সকে ৮৩টি 'ডিপার্টমেন্ট' বা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়।) প্রতিটি 'ডিপার্টমেন্ট'

প্রাদেশিক শাসন

আবার কয়েকটি 'জেলা' ও 'ক্যান্টন'-এ বিভক্ত হয়। শহরের শাসনভার 'কমিউন' বা পুরসভার উপর অর্পিত হয়। প্রদেশ-শাসনে পূর্বতন 'ইনটেনডেন্ট' পদের বিলুপ্তি ঘটানো হয়। প্রাদেশিক শাসক, বিচারক, জুরি ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের 'সক্রিয়' নাগরিকদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

(খ) অর্থনৈতিক সংস্কার ঃ (ফরাসি বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সরকারের প্রবল অর্থসংকট। বিপ্লবকালে এই সংকট তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই সংকট মোকাবিলার জন্য জনগণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েও কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। এই অবস্থায় সংবিধান সভা কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। (১) সংবিধান সভা ফ্রান্সের গির্জার সকল ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে (১৭৯০ খ্রিঃ) এবং তা আমানত রেখে তার পরিবর্তে 'অ্যাসাইনেট' নামে এক ধরনের কাগজের নোট প্রচলন করে, (২) জমি ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর কর ধার্য করা হয়, (৩) সকল প্রকার পরোক্ষ কর তুলে দেওয়া হয়, (৪) শিল্পসংঘ ও উৎপন্ন পণ্যাদির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং বহু একচেটিয়া ব্যবসা লুপ্ত করা হয়, (৫) অবাধ শস্য-চলাচল স্বীকৃত হয় ও অভ্যন্তরীণ শুল্কপ্রাচীর তুলে দেওয়া হয় এবং (৬) শ্রমিকদের ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার রদ করা হয়।)

(গ) বিচার বিভাগীয় সংস্কার ঃ বিচার বিভাগেও এক বিরাট পরিবর্তন আসে। সামন্তপ্রভুদের বিচারালয়গুলির বিলোপসাধন করে বিচার বিভাগকে পুনর্গঠন করা হয়। 'আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান'—এই নীতি প্রবর্তিত হয়। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত বিচারক নিয়োগ ও ফৌজদারি মামলায় জুরি প্রথা প্রবর্তিত হয়। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের অধিকার স্বীকৃত হয়। বিনা বিচারে কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখা আইন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।)

(ঘ) গির্জার পুনর্গঠন ঃ গির্জার পুনর্গঠনের জন্য দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। (১) আর্থিক সংকট মোচনের জন্য গির্জার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ওই সম্পত্তির ভিত্তিতে 'অ্যাসাইনেট' নামক কাগুজে মুদ্রা প্রচলিত হয়। (২) 'সিভিল কনস্টিটিউশন অব দি ক্লার্জি' ('Civil Constitution of the Clergy', 1791) বা 'ধর্মযাজকদের সংবিধান' নামক দলিল দ্বারা গির্জার উপর থেকে পোপের সব কর্তৃত্বের অবসান ঘটে এবং গির্জা রাষ্ট্রের একটি দপ্তরে পরিণত হয়। ধর্মযাজকেরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন এবং তাঁরা রাষ্ট্রের বেতনভুক কর্মচারীতে পরিণত হন।)

(ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে সংবিধান সভার গুরুত্ব অপরিসীম। ঐতিহাসিক ***কার্লটন হেজ*** বলেন যে, সংবিধান সভার উল্লেখযোগ্য কাজ হল অভূতপূর্ব ধ্বংসসাধন। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে আর কোনো আইনসভা

মূল্যায়ন

এত ব্যাপক ধ্বংসসাধন করতে পারে নি। পুরোনো ধরনের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মব্যবস্থা—অর্থাৎ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, সামন্ত প্রথা, অভিজাত শ্রেণির বিশেষ অধিকার ও ক্যাথলিক গির্জার একাধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাত হেনে সংবিধান সভা ফ্রান্সের ইতিহাসে এক নব-যুগ ও নব-চেতনার সঞ্চার করেছিল।) ঐতিহাসিক ***রাইকার*** বলেন, "সংবিধান সভা ধ্বংসের কাজে